বাপের সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর অধিকার
ও
নূতন বিয়ের আইন

নগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য—দশ নয়া পয়সা

বাপের সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর অধিকার
ও
নূতন বিয়ের আইন

হিন্দু আইন বদ্‌লে গেছে নূতন আইন হয়েছে পাশ,
বুক ফুলিয়ে বউরা এখন শ্বশুর বাড়ী কর্‌বে বাস।
শ্বাশুড়ী ছিল জঙ্গী লাট বউ খুঁচিয়ে মার্‌তো কত,
লোহা পুড়িয়ে অঙ্গে সেঁকা দগ্ধে মারা শাস্তি দিত।
আর শ্বাশুড়ীর জুলুমবাজী চল্‌বে নাকো চোখ-রাঙ্গানি,
দাদার কাছে ননদিনী রায়বাঘিনীর কান ভাঙ্গানি।
দাদা এবার গোলাম হবে বউ বসিয়ে সিংহাসনে,
বউকে সেলাম দিয়ে দাদার ঢুকতে হবে ঘরের কোণে।
পান থেকে চূণ খসলে দাদা বউকে বলে দূর-হ দূর-হ,
হুকুম তামিল না হয় যদি বড় বড় চোখ মুষ্টিসহ।
আইনে এবার নবাবী মেজাজ সব দাদাদের ঠাণ্ডা হবে,
বৌদিদিরা কথায় কথায় অত্যাচারের হুমকী দেবে।
সেকেলে বউ ঘোমটায় ঢাকা আর চলে না আমার দেশে.
সেকেলে লেখা শাস্ত্র-পুরাণ গঙ্গাজলে যাচ্ছে ভেসে।
বিধবা নারী কর্‌ছে বিয়ে আতপ চাল কাঁচকলা ফেলে,
কর্‌ছে নূতন পতির পূজা কেমন তারা হৃদয় ঢেলে।
সধবার বিয়ে ছিল না দেশে আবার সেটা চলন হ'বে,
দেশটা স্বাধীন হয়েছে যেমন তারাও নূতন শক্তি পাবে।
চিররুগ্ন অক্ষম স্বামী দুর্ব্বল স্বামী সঙ্গ যার,
ছেলে হয় না সংসারে সুখ শান্তি নাইকো তার।

তেমন স্বামীর ঘরকন্না হিন্দুনারী করবে না আর,
নূতন স্বামীর সঙ্গলাভে থাকবে তাদের অধিকার।
স্বামী যদি হয় দুর্বৃত্ত অতি মনের মত নয় সে পতি,
সতীত্বের নামে ধাপ্পাবাজি ভাঙ্গবে এবার হিন্দুসতী।
কিম্বা স্বামীত্যক্তা যারা বছর পাঁচেক সঙ্গ ছাড়া,
তেমন স্বামী ঘেঁষলে কাছে খ্যাংরা হাতে করবে তাড়া।
তেমন স্বামী ভাগিয়ে দিয়ে জুটিয়ে নেবে নূতন বর,
'উলু উলু উলু' শাঁখ বাজিয়ে চলবে বিয়ে অতঃপর।
বাপের বাড়ীর সম্পত্তিতে থাকবে নারীর অধিকার,
দায়ভাগ বদ্‌লে হবে নারীর দাবী সত্যিকার।
বাবার ভিটেয় বাবার বেটী এবার মাটী করবে ভাগ,
কোমর বেঁধে দাঁড়াবে বোন ভায়েরা মিছে করোনা রাগ।
উইল যদি না করে বাপ ভাই বোন সমান অংশ পাবে,
মার সম্পত্তির অংশ বেঁটে উভয়ে সমান সমান নেবে।
বাপের ভিটেয় প্রয়োজনে শুধু মেয়েরা করতে পারবে বাস,
বিক্রয় কোবলা লিখে কভু পারবে না ভিটে করতে নাশ।
নূতন আইন হয়েছে পাশ হিন্দুনারীর পৌষ মাস,
কেউ বলছে নাক সিট্‌কে আইনে হবে সর্ব্বনাশ।
বুকের পাটা বাড়বে নারীর হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশ,
কথায় কথায় বর পাল্টাবে জাগিয়ে দেবে ভীষণ ত্রাস।
আইনের বলে মধুর বউ উঠবে গিয়ে যদুর ঘরে,
নিত্য নূতন 'নিকে' হবে ড্যাং ড্যাডা ড্যাং বাদ্যি করে'।
যদুর ঘরেও গিয়ে যদি শান্তি সুখ না পায় সেথায়,
ছুটবে তখন রাধারাণী পরাতে মালা শ্যামের গলায়।

পুনর্বিবাহের হিড়িক প্রাণে চিড়িক মেরে উঠবে যবে,
কখন যে কার খাঁচার পাখী ফুড়ুৎ করে উড়বে কবে।
এসব কথা বল্‌ছে আর নাক সিঁটকে বেড়ায় যারা,
তারাই বলে অপছন্দ বউ দূর করে দে—তাড়া তাড়া।
তারাই আবার হাঁফিয়ে ওঠে বউ না মর্‌তেই বিয়ের তরে,
বিধবার বিয়ে শুন্‌লে কানে আঁত্‌কে উঠে নেতিয়ে পড়ে।
চল্‌বে না আর ও গোঁড়ামি, পুরুষজাতির ও ভণ্ডামি,
যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেছে ভাঙ্গবে এবার ও নষ্টামি।
নূতন আইন চলুক দেশে বেড়াক নারী বুক ফুলিয়ে,
গুণ্ডার নাক কাটতে শিখুক রান্নাঘরের বঁটিটা দিয়ে।
নইলে জাতির রক্ষা নাই দুর্ব্বল সাথী সঙ্গ যাদের,
অত্যাচারীর সাম্‌নে এসে কেবল লাথী মার্ব্বে তাদের।

রাধার বিয়ে

রাধার বিয়ে হয়েছিল বিপিনের সঙ্গে। বিপিন থাইসিসের রোগী একথা রাধার বাপ মা জান্‌তে পারেনি। কিন্তু রোগের কথা গোপন রাখা চলে কতদিন? একদিন ধরা পড়িতেই হ'ল বিপিনকে।

রাধার মনটা গেল দমে। তার বাপ মা তা শুনে মেয়ের পরিণাম ভেবে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন—কী সর্ব্বনাশই না তারা করেছেন। মেয়েটাকে একেবারে হাত পা বেঁধে জলেই ফেলে দিয়েছেন।

রূপ-যৌবন ফেটে পড়ছে রাধার—নবযৌবনেরও সাধ আকাঙ্খা জেগেছে তার প্রাণে; কিন্তু ইচ্ছা প্রকৃতির সে স্বভাব-জাত পিপাসার চরিতার্থতা কই? অক্ষম দুর্ব্বল স্বামী শয্যা-শায়ী—তার রোগের সেবা করেই দিন কাটে।

বিপিন আবার উপদেশ দেয়, রোজ সকালে আমার বাপ-মার পাদোদক পান করো রাধা। ওতে তোমার পুণ্যি হবে।

পুণ্যি যে কি ছাই তা বুঝতে পারে না রাধা! তার জীবনটা খাঁ খাঁ করে, ধূ-ধূ করে মরু শুষ্কতায়। স্বামীর কাছে যে অমৃত সিঞ্চনের আশা, তার কিছুমাত্রও যদি মিটত। পাবার আশা ত নাই, শুধু দাবীটা আছে বিবাহের। তার জীবনটাকে যেন ওরা কিনেছে। স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে রাধার মন। চিররুগী বিপিন শুধু ডাকে, রাধা—

রাধা খাটের একপাশে বসে বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর 'রাধা' 'রাধা' কেন? তোমাদের কাছে এসে আমার কী সাধ মিটলো? এত যে তোমার সেবা করলাম, কী তার পুরস্কার পেলাম? চোখের জলই যদি হয় সম্বল, তবে আর সংসারে কেন? বনে গিয়েও ত' বাঁচতে পারি। তোমার জন্য দুঃখ হয়, কিন্তু আমার অদৃষ্টের কথাটাও ভাবো। রাধার শ্বাশুড়ী কাদম্বিনী এসে তর্জ্জন গর্জ্জন করে—আরে ম'লো বা, সেই কোন সকাল থেকে বলছি বাছা আমার "শতায়ু মাদুলি" পরে শত বছরের পরমায়ু পাবে, তান্ত্রিক ঠাকুর বলে গেছেন তুলসী তুলে রেখো—এখনও চুপটি করে আছ? কী বেহায়া অলক্ষ্মী বল দেখি তুমি? এমন ছোটলোকের মেয়েও ঘরে এনেছিলাম?

রাধার মা সৌদামিনী মেয়েকে দেখতে এসে দুর্দ্দান্ত বেহানের গালি গালাজ শুনতে পায়। বুকে যেন শেল বেঁধে একে ত মেয়েটার বরাত মন্দ, তার উপরে দস্ত খিচুনী, কিটুনী

গালি। সৌদামিনী বলে, বেহান! ভদ্রলোক মনে করেই তোমাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছিলাম। কাদম্বিনী কেউটের মত ফোঁস করে বলে, কী আমরা ছোটলোক? অলুক্ষুণে বউ এনে ছেলের আমার রোগ ধরলো। আবার মাগি কিনা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে এসেছে? সৌদামিনী বলে, অমন গালি দিওনা মেয়ের দোষও দিওনা। ছেলের রোগের কথা গোপন করে তোমরা আমার সর্ব্বনাশ করেছ। কাদম্বিনী চোখ পাকিয়ে রাধাকে বলে, সর্ব্বনাশী! অলক্ষ্মী! তোর মাকে ডেকে এনে আমাকে অপমান কর্‌ছিস্? এর প্রতিফল পাবি পায়ের তলায় পিঁষে মার্‌বো—

সৌদামিনী রাধাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, পিঁষে মারতে হবে না, আমাদের মেয়ে—আমরা আবার বিয়ে দেব (ছবি প্রথম পৃষ্ঠায়)। চিররুগী তোমার ছেলের কাছে আমার মেয়ের কি সুখ হবে।

কাদম্বিনী ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, ডাইনি! রাক্ষসী! তাই বুঝি আমার ছেলেকে গিলে খেতে এসেছিস্? দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা? এই বলে কাদম্বিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে সৌদামিনীর উপর, মহাসমর আরম্ভ। দুই বেয়ানে কোমর বেঁধে সুরু করে তরজার লড়াই, হাতাহাতি আর চুল ছেঁড়াছিঁড়ি। ঠেকাতে রাধার ধাক্কা খাওয়াই সার। অবশেষে রণজয়িনী কাদম্বিনী গলাধাক্কা দিতে দিতে রাধার মাকে তাড়ায়, তারপর চলে রাধার ওপর আক্রমণ আর বিক্রমের দাপট। কিল, ঘুষি, লাথির অবিশ্রান্ত বর্ষণ? বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে রাধা, আর দুর্দ্দান্ত শাশুড়ী

উপর জাগে তার প্রতিশোধের প্রবৃত্তি, রাধা পালিয়ে বাঁচতে চায়। এমন স্বামীর কাছে থেকে লাভ কি? শাশুড়ীর অত্যাচারই বা সহ্য করবে কিসের জন্যে! মনে মনে এক মতলব এঁটে বিপিনের বন্ধু নবীনের সঙ্গে সে করলে গোপন ষড়যন্ত্র, তারপর একদিন নেবার মত জিনিষ গুছিয়ে নিল। কাদম্বিনী একদিন খাটের উপর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, অতি সন্তর্পণে রাধা তার মাথার পাশে গিয়ে একখানা কাঁচি দিয়ে মাথার চুলগুলি সব কচ্ কচ্ করে কেটে দিল, তারপর নবীনের সঙ্গে সরে পড়ল। নবীনের সহায়তায় রাধা পালিয়ে বাড়ীতে গিয়ে তার বাপ মার কোলে আশ্রয় নিল। ষোল বছরের মেয়ে রাধার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তার বাপ মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন, পালিয়ে এসেছিস্ বেশ করেছিস্। নূতন আইন পাশ হয়েছে, আবার আমরা তাকে বিয়ে দেবো তারপর সত্যই একদিন আবার বিয়ের বাদ্যি বেজে ওঠে।

টোপর মাথায় দিয়ে এল নূতন বর নবীন। কনে সেজে রাধারাণী আবার বিয়ের মন্ত্র পড়ে নতুন বরের গলায় মালা পড়িয়ে দিল। কী আনন্দেই না তার প্রাণ নেচে উঠ্‌লো। সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বামী পেয়ে।

মনের মত পতিলাভ করে এবার দিব্যি সুখের ঘরকন্না করতে থাকে রাধা, পরিপূর্ণ তার তৃপ্তি! জীবনকে ভরিয়ে দেছে যেন এক নূতন বসন্ত—নবীন প্রভাত।

প্রিন্টার :—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"
১৬৮।১ সি, রমেশদত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজিঃ

কালমাণিক পোষ্টাই—ব্যবহারে অম্ল, অজীর্ণ, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, পেটের ব্যাথা, লিভার দোষ, মেহ, প্রমেহ, ঘন ঘন প্রস্রাব, ও প্রস্রাব-সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ দূরিভূত করিয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সর্দ্দি কাশীতে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের বাধক, সূতিকা, ও প্রদর-রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মূল্য—ছোট কৌটা ১·২৫ পয়সা ও বড় কৌটা ২·২৫ পয়সা এবং একষ্ট্রা ষ্টং কৌটা ৪·০০ টাকা মাত্র।

বিঃ-দ্রঃ—তিন কৌটার কম ভিঃ পিঃ করা হয় না। অগ্রিম ৩৲ তিন টাকা ডাক যোগে না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ করা হয় না, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—নিউ বেঙ্গল ফার্ম্মেসী

১৬৮।১ সি, রমেশ ষ্ট্রীট দত্ত কলিকাতা—৬ [লিবার্টী সিনেমার নিকটে]